(BANGLA)

40 Rohani Ilaj

৪০ টি রুহানী চিকিৎসা

(আল্লাহ্ তাআলার মোবারক নামের বরকত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

৪০টি রূহানী চিকিৎসা

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার উপর জুমার রাতে এবং জুমার দিন ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ১০০টি হাজত পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের, আর ৩০টি দুনিয়ার।"

(তারিখে দামেশ্ক লি ইবনে আসাকির, ৫৪ খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি ওয়াজিফার শুরু ও শেষে ১ বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন। ফলাফল প্রকাশ না হওয়া অবস্থায় অভিযোগের পরিবর্তে নিজের অসতর্কতার কারণে দুর্ভাগ্য মনে করুন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** প্রজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

(১) "هُوَ اللّٰهُ الرَّحِيْمُ": যে প্রত্যেহ নামাযের পর ৭ বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ শয়তানের ক্ষতি হতে বেঁচে থাকবে এবং তার ঈমানের সাথে মৃত্যু নছীব হবে।

(২) "يَا مَلِكُ": যে গরীব ব্যক্তি প্রত্যেহ ৯০ বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দরিদ্র অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করবে।

(৩) “ يَا قُدُّوْسُ ”: যে কেউ সফর অবস্থায় এ ওয়াযিফা পড়তে থাকবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্লান্তি বা অবসাদ হতে নিরাপদ থাকবে।

(৪) “ يَا سَلَامُ ”: ১১১ বার পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁক দেয়াতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

(৫) “ يَا مُهَيْمِنُ ”: যে কোন চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি প্রত্যেহ ২৯ বার পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার দুশ্চিন্তা দূর হবে।

(৬) “ يَا مُهَيْمِنُ ”: প্রত্যেহ ২৯ বার পাঠকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক বিপদ-আপদ হতে নিরাপদ থাকবে।

(৭) “يَا عَزِيْزُ”: ৪১ বার। বিচারক বা অফিসার ইত্যাদির নিকট (জায়িয উদ্দেশ্য পূরনের জন্য) যাওয়ার পূর্বে পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ বিচারক বা অফিসার দয়ালু হয়ে যাবে।

(৮) “يَا مُتَكَبِّرُ”: প্রতিদিন ২১ বার পাঠ করে নিন, ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এটার বরকতে ভয়ংখর স্বপ্ন দেখবে না। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত)

(৯) “يَا مُتَكَبِّرُ”: ১০ বার স্ত্রীর সাথে “মিলন” করার পূর্বে পাঠকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেক্‌কার সন্তানের পিতা হবে।

(১০) "يَابَارِئُ": ১০ বার। যে কেউ প্রত্যেক জুমা (শুক্রবার) পড়ে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার পুত্র সন্তান হবে।

(১১) "يَاقَهَّارُ": ১০০ বার। যদি কোন বিপদ আসে তবে পাঠ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ দূর হয়ে যাবে।

(১২) "يَا وَهَّابُ": ৭ বার। যে প্রত্যেহ পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে মুস্‌তাযাবুদ দাওয়াত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ তার প্রত্যেক দোআ কবুল হবে)

(১৩) "يَا فَتَّاحُ": ৭০ বার। প্রত্যেহ যে ফজর নামাযের পর দু'হাত সিনা অর্থাৎ বুকের উপর রেখে পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তরের মরিচা ও ময়লা দূর হবে।

(১৪) "يَا فَتَّاحُ": ৭ বার। যে প্রতিদিন (দিনের যে কোন সময়) পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর আলোকিত হবে।

(১৫) "يَاقَابِضُ": ৩০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে, সে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

(১৬) "يَا رَافِعُ": ২০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(১৭) "يَا بَصِيْرُ": ৭ বার। যে কেউ প্রত্যহ আসরের সময় (অর্থাৎ আসর শুরুর সময় হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়) পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আকস্মিক মৃত্যু বরণ করা হতে নিরাপদ থাকবে।

(১৮) "يَا سَمِيْعُ": ১০০ বার। যে প্রত্যেহ পাঠ করবে ও পাঠকালে কথা-বার্তা বলবেনা এবং পাঠ করে দোআ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যা প্রার্থনা করবে তা পাবে।

(১৯) "يَا حَكِيْمُ": ৮০ বার। যে প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(২০) "يَا جَلِيْلُ": ১০ বার পাঠ করে যে নিজের কোন সম্পদ ও মালপত্র এবং টাকা-পয়সা বা মূল্যবান বস্তুর ইত্যাদির উপর ফুঁক মেরে দেয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এটি চুরি হওয়া হতে নিরাপদ থাকবে।

(২১) "يَا شَهِيْدُ": ২১ বার। যে সকালে (সূর্য উঠার আগে আগে) অবাধ্য ছেলে-মেয়ের কপালে হাত রেখে আসমানের দিকে মুখ করে পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার ছেলে-মেয়ে নেক্কার ও বাধ্যগত হবে।

(২২) "يَا وَكِيْلُ": ৭ বার। যে প্রতিদিন আসরের সময় পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ, দুর্ঘটনা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে।

(২৩) "يَا حَمِيْدُ": ৯০ বার। যার মন্দ কথা বলার অভ্যাস যায় না, তিনি পাঠ করে কোন খালি পেয়ালা বা গ্লাসে ফুঁক দিয়ে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী সেটাতে পানি পান করুন,

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। (একবার ফুঁক দেয়া গ্লাস বছরের পর বছর ব্যবহার করা যাবে)

(২৪) "يَا مُحْصِيْ": ১০০০ বার। যে কেউ প্রত্যেক জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কবর ও কিয়ামতের শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।

(২৫) "يَا مُحْيِيْ": ৭ বার পাঠ করে পেট ফাঁপা, পেট বা যে কোন স্থানে ব্যথা হোক অথবা শরীরের কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, নিজের উপর ফুঁক দিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ বার)

(২৬) "يَا مُحْيِيُ-يَا مُمِيْتُ ": ৭ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিজের (শরীরের) উপর ফুঁক মেরে নেয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ (তাকে) যাদু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(২৭) "يَا وَاجِدُ ": যে কেউ খাবার খাওয়ার সময় প্রত্যেক গ্রাসের (পূর্বে) পাঠ করতে থাকবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দূর হয়ে যাবে।

(২৮) "يَا مَاجِدُ ": ১০ বার। পাঠ করে শরবতের উপর ফুঁক দিয়ে যে পান করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে (কঠিন) রোগাক্রান্ত হবে না।

(২৯) "يَا وَاحِدُ": ১০০১ বার। যার একাকী অবস্থায় ভয় লাগে, তবে একাকী অবস্থায় পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

(৩০) "يَاقَادِرُ": যে অযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করার অভ্যাস করে নেয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শত্রু তাকে কু-পথে পরিচালিত করতে পারবে না।

(৩১) "يَا قَادِرُ": ৪১ বার বিপদ এসে গেলে পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ দূর হয়ে যাবে।

(৩২) "يَا مُقْتَدِرُ": ২০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে রহমতের ছায়ায় থাকবে।

(৩৩) "يَا مُقْتَدِرُ": ২০ বার। যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করে নিবে, তার সকল কাজে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য সাথে থাকবে।

(৩৪) "يَا اَوَّلُ": ১০০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার স্ত্রী তাকে ভালবাসবে।

(৩৫) "يَا مَانِعُ يَا مُعْطِىْ": ২০ বার। স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলে স্বামী, আর স্বামী অসন্তুষ্ট হলে স্ত্রী, শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে পাঠ করলে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপোষ হয়ে যাবে। (সময়সীমা: উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত)

(৩৬) "يَا ظَاهِرُ": ঘরের দেয়ালে লিখে দিন, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দেয়াল নিরাপদ থাকবে।

(৩৭) "يَا رَءُوفُ": ১০ বার। যে কোন অত্যাচারী হতে মযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে জালিম থেকে বাঁচাতে চায় এবং তার পাওনা উসূল করে দিতে চায়, সে যেন (এ ওয়াজীফা) পাঠ করার পর ঐ অত্যাচারীর সাথে কথা বলে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অত্যাচারী ব্যক্তি তার সুপারিশ গ্রহণ করে নিবে।

(৩৮) "يَاغَنِيُّ": মেরুদন্ড, হাঁটু, শরীরের বিভিন্ন স্থানের জোড়া ইত্যাদি ও শরীরের যে কোন স্থানে ব্যথা হোক, চলা-ফেরা, উঠা-বসার সময় পাঠ করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ব্যথা দূরিভূত হয়ে যাবে।

(৩৯) "يَا مُغْنِىُ": ১ বার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানের উপর মালিশ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শান্তি লাভ হবে।

(৪০) "يَا نَافِعُ": ২০ বার। যে কেউ কোন কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ কাজ তার ইচ্ছা অনুযায়ী পূরণ হবে।

চুগলির সংজ্ঞা

আল্লামা আইনী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيهِ ইমাম নববী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيهِ হতে নকল করেন: 'ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্য জনের নিকট বলে দেয়াকে চুগলি বলা হয়।'

(উমদাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, ২১৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)